নারী সম্মেলন স্মারক

জাগরিতা

নারী সম্মেলন ২০২৪

নারী সম্মেলন ২০২৪

নারী সম্মেলন স্মারক

জাগরিতা

রচনা ও সম্পাদনা:

সাহিত্য ও গবেষণা বিভাগ, হেযবুত তওহীদ

প্রকাশনা ও গ্রন্থস্বত্ব:

তওহীদ প্রকাশন

প্রকাশকাল:

১০ মে ২০২৪

প্রচ্ছদ, কম্পিউটার কম্পোজ ও বিন্যাস:

ইলদিরিম মিডিয়া

মূল্য: ৩০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১

facebook.com/emamht

www.hezbuttawheed.org

বাণী

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ

মানুষ যেমন এক পায়ে চলতে পারে না, তেমনি একটি সমাজও নারীকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আর ইসলামও এই নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। তাই আল্লাহ যখন তাঁর আখেরি নবীকে গোটা পৃথিবীতে তাঁর দেওয়া জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিলেন, তখন রসুলাল্লাহ এমন একটি উম্মাহ গঠন করলেন যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সকল কাজে ও সংগ্রামে সম-অংশীদার হল।

ইসলামপূর্ব আরবে নারীদেরকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হত না। তারা ছিল অবদমিত, পুরুষের আজ্ঞাবাহী, বিনোদনের সামগ্রী; সন্তান জন্ম দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। কিন্তু ইসলাম এসে এই চিত্রটি বদলে দিল। ইসলাম নারীকে মানুষের অধিকার দিল, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিল, তার মেধাবিকাশের ও সামর্থ্য প্রমাণের সুযোগ এনে দিল। ইতিহাস বলে, ইসলামের আদর্শে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় নারীরা ও সমাজের নিপীড়িত নিগৃহীত শ্রেণিটি। প্রথম যিনি ইসলাম কবুল করেন- তিনি একজন নারী, ইসলামের জন্য প্রথম যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন- তিনিও একজন নারী।

ইসলামের চারাগাছটি যখন ছিল দুর্বল, তখন নারীরা সবটুকু প্রাণ উজাড় করে দিয়ে একে রক্ষা করেছেন। পরিবারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সভ্যতা নির্মাণের কাজে তারা পুরুষের সাথে শ্রম দিয়েছেন, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা স্বামী সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজেরাও বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। রসুলাল্লাহর নবগঠিত মদিনা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক, সামাজিক, বিচারিক, প্রশাসনিক, জ্ঞানচর্চা, চিকিৎসা, ধর্মীয় সকল কাজে নারীরা ছিল তৎপর। ইসলামের সোনালি সভ্যতা নারী ও পুরুষ এই দুটো পায়ের উপর ভর করে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজ সেই নারীদেরকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে ফতোয়ার বেড়াজালে। বলা হচ্ছে নারীরাই সকল পাপের মূল। তাই তাদের চেহারা দেখাও পাপ, কণ্ঠ শোনাও পাপ। আল্লাহর ঘর মসজিদেও তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

আমরা নারীদেরকে এ অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করে যাচ্ছি। আমাদের এ সংগ্রামে নারী ও পুরুষ একত্রে শালীনতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু নারীবিদ্বেষী ওলামা শ্রেণিটি নারীদের এ ভূমিকাকে মানতে না পেরে রাস্তাঘাটে তাদেরকে লাঞ্ছিত করছে। ধর্মান্ধ উগ্রগোষ্ঠীর চোখরাঙানি ও অপপ্রচারকে উপেক্ষা করেই হেযবুত তওহীদের নারীরা সত্যের মশাল হাতে দৃপ্তপায়ে এগিয়ে চলেছেন। হেযবুত তওহীদ নারী সম্মেলন-২০২৪ উপলক্ষে আমি সেই সহযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

Message

Hossain Mohammad Salim
Emam, Hezbut Tawheed

Just as a single leg cannot support a body, a society cannot progress without the equal participation of women. This is a natural law, and Islam affirms this principle. When Allah commissioned His final Messenger to establish His way of life, Allah's Messenger Muhammad (PBUH) built a nation where men and women stood as equal partners in all endeavors and challenges.

Pre-Islamic Arabia treated women as less than human. They were repressed, dominated by men, and viewed solely as objects of entertainment, their primary purpose being childbirth. Islam transformed this reality. It granted women human rights, recognized their knowledge and skills, and empowered them to develop their talents and demonstrate their abilities. Historically, women and marginalized groups have been most receptive to the ideals of Islam. The first person to embrace Islam was a woman, and the first person to sacrifice their life for it was also a woman.

During the nascent stages of Islam, women readily sacrificed their lives for its protection. They worked alongside men, making the ultimate sacrifice and contributing to the building of civilization, not confined to the domestic sphere. They inspired their families to strive on the path of Allah and even fought bravely. Women actively participated in all aspects of the Messenger's newly formed state of Medina, including political, military, diplomatic, social, judicial, administrative, educational, medical, and religious spheres. The golden age of Islamic civilization flourished due to the contributions of both men and women.

However, today, these same rights are often denied, with women effectively imprisoned by misinterpretations of religious teachings. It is claimed that women are the root of all sin, leading to the absurd notion that showing their faces or hearing their voices is sinful. They are even barred from entering the house of Allah, the mosque.

We at Hezbut Tawheed strive to liberate women from this unjust confinement by disseminating the true teachings of Islam. Men and women work together with dignity in our struggle. However, misogynistic scholars, unable to accept the rightful role of women, resort to harassing them in public. Undeterred by such fanatical extremism and propaganda, the women of Hezbut Tawheed march forward with the torch of truth. On the occasion of Hezbut Tawheed Women's Conference-2024, I extend my deepest respect to these courageous fellow soldiers.

বাণী

Message

রুফায়দাহ্ পন্নী
সম্পাদক, নারী বিভাগ, হেযবুত তওহীদ

ইসলামের যে চিত্রটি আমরা বর্তমান দুনিয়ায় দেখি তা অনেকাংশে ভীতিকর, বিশেষ করে নারীদের জন্য। কারণ প্রচলিত ইসলামে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা, সামষ্টিক কাজে অংশগ্রহণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, উত্তরাধিকার, পড়াশুনা, মতপ্রকাশ, চলাফেরা, পেশা নির্বাচন, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নানাভাবে তার স্বাধীনতাকে পদদলিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে আফগানিস্তানে নারীদের উপর মোল্লাতন্ত্রের জবরদস্তি দেখে বাকি বিশ্বে ইসলাম-আতঙ্ক আরো দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। নারীবাদীরা বলছেন, ইসলাম নারী-পুরুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতাকে অস্বীকার করে। ইসলাম নারীর উপরে পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের দেশের আলেম-ওলামারাও একই প্রকার ফতোয়া প্রচার করে থাকেন। তারাও তালেবানদের মত নারীদের উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, নারী সকল ফেতনার কারণ, কেউ বলেন নারী হল খোসাবিহীন কলা। তারা এটা বুঝতে অক্ষম যে নারী সম্পর্কে এমন ধারণা প্রচার করে তারা আল্লাহ, রসুল ও ইসলামেরই অবমাননা করছেন।

এ পরিস্থিতিতে নারীকে তার আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতে হেযবুত তওহীদের নারীরা সর্বাত্মক সংগ্রাম, জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য তারা পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তারা যখন তওহীদের আহ্বান নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন তাদেরকে নানাভাবে হেনস্তা করছে নারীবিদ্বেষী ফতোয়াবাজ গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারীরা।

হেযবুত তওহীদ কেবল ইসলামের আকিদা বা তত্ত্ব প্রচারকে যথেষ্ট মনে করে না, বরং ইসলামকে ধারণ করতে এবং বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে। নারীদের ক্ষেত্রেও তেমনি। আন্দোলনের প্রতিটি উদ্যোগে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আমাদের নারীরা। আমরা বিগত এক দশকে তিন লক্ষেরও বেশি সভা-সমাবেশ করেছি। এগুলো সফল করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সারাবছর তারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের আদর্শিক পত্রিকা, প্রচারপত্র, বই ইত্যাদি প্রচার করে থাকেন। ওদিকে তারা সংসারও সামলান, নিজেদের স্বামী সন্তানকেও মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

ধর্মান্ধতা যখন মুসলিম জাতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে, মুসলিম নারী যখন বিকৃত পর্দাপ্রথার ভারে নুব্জ, আধুনিকারা পাশ্চাত্যের কথিত নারী-স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন, এমন একটি সময়ে হেযবুত তওহীদের অতি সাধারণ ঘরের নারীরা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ঘটিয়ে চলেছেন একটি নিরব বিপ্লব। আমি সেই বিপ্লবের অংশ হতে পেরে ধন্য। হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় নারী সম্মেলন-২০২৪ উপলক্ষে আমি আমার সকল সংগ্রামী বোনদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

Rufaydah Panni
Secretary,
Women Affairs Department, Hezbut Tawheed

The image of Islam prevalent today is often alarming, particularly for women. Conventional interpretations often trample upon women's freedom in various ways, restricting their empowerment, social participation, clothing choices, inheritance rights, access to education, freedom of expression, movement, career choices, cultural practices, and more. Witnessing the oppression of women in Afghanistan by the Taliban has further entrenched Islamophobia globally. Feminists argue that Islam inherently denies women social, economic, and political equality, establishing male authority and dominance.

Sadly, similar fatwas are propagated by scholars within our own country. Akin to the Taliban, they oppose women's empowerment and higher education, resorting to derogatory remarks like "women are the cause of all mischief" or "women are bananas without peel." Such pronouncements are not only deeply offensive to women but also constitute an insult to Allah, His Messenger, and the very essence of Islam.

In this context, the women of Hezbut Tawheed have embarked on a relentless struggle, a jihad, to educate women about their inherent rights and dignity bestowed by Allah. This pursuit has subjected them to abuse within their families and communities. As they carry the message of Tawheed to the public, they face constant harassment from misogynistic fatwa groups and their followers.

Hezbut Tawheed believes that merely propagating the theoretical aspects of Islam is insufficient. We strive to translate these principles into a tangible reality, and this extends to the realm of women's empowerment. Our women have played a pivotal role in every initiative undertaken by our movement. In the last decade alone, we have organized over three lakh public awareness meetings, and women's contributions to their success have been paramount. Throughout the year, they tirelessly promote our ideological magazines, leaflets, and books, enduring the scorching sun and torrential rain. Simultaneously, they manage their families, inspiring their husbands and children to contribute to the betterment of humanity.

While bigotry progressively erodes the Muslim nation, and Muslim women are burdened by distorted dress codes, the modern world fixates on the so-called "freedom" of Western women. It is amidst this backdrop that the ordinary women of Hezbut Tawheed are quietly leading a revolution against bigotry. I am deeply honored to be a part of this movement. On the occasion of Hezbut Tawheed Central Women's Conference-2024, I extend my heartfelt respect to all my courageous sisters in this struggle.

Meher Afroz Chumki MP, Honorable State Minister of Ministry of Women and Child Affairs, is speaking to the women of Hezbut Tawheed. Venue: Public Library Auditorium, Dhaka; Date: 27 May 2014

Hezbut Tawheed's female members have organized thousands of public awareness programs to address the issue of "Misuse of religion hindering women's progress."

স্বাস্থ্যসেবায় নারী। Women in Healthcare

Ummut Tizaan Makhduma Panni, Secretary of Health and Medicine Department of Hezbut Tawheed addressing the members of her department. The conference was held on 15 November 2023 at Uttara, Dhaka.

ধর্মের অপব্যাখ্যা নারী প্রগতির অন্তরায়

> নারী সম্পর্কে ধর্মব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত ইসলামের বিপরীত

আল্লাহ তাঁর নাজিলকৃত জীবনব্যবস্থা ইসলামে নারী ও পুরুষকে একে অপরের সহযোগী ও বন্ধুরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাদের উভয়কেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব তথা খেলাফতের কাজ দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। এর বাস্তবিক রূপ আমরা দেখতে পাই, রসুলাল্লাহ (সা.) এর সমগ্র জীবনীতে। প্রকৃত ইসলামের যুগে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামষ্টিক, জাতীয় সকল কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। মসজিদে, আলোচনা সভায়, জুমাতে, ঈদে, উৎসবে, চিকিৎসায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও রসুলাল্লাহ (সা.) নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন।

কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে আমরা দেখি তার বিপরীত চিত্র। একটি স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী ইসলামের বিধানের নাম করেই জাতির অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে পিছিয়ে রেখেছে, ফতোয়ার জালে বন্দী করেছে। তারা নারীর বুদ্ধি ও যোগ্যতা বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে তাদেরকে অযোগ্য, হীনবল, হীনম্মন্য, গতিহীন, পুরুষের আজ্ঞাবাহী জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। আর তারপর তাদের মেধা, জ্ঞান, যোগ্যতাকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে বানিয়ে ফেলেছে একান্ত ঘরকেন্দ্রিক।

নারীকে এভাবে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য তারা ওয়াজ মাহফিলে, খোতবায়, পত্র-পত্রিকায়, টিভি রেডিওর অনুষ্ঠানে এক কথায় সর্বত্র নারীবিদ্বেষী ও অবমাননাকর বয়ান করে থাকেন। নারীকে আল্লাহই যোগ্যতা কম দিয়েছেন, ধর্মই নারীকে ঘরে থাকতে বলে, নারী সকল পাপের উৎস, সকল ফেতনার সূতিকাগার, তাদেরকে দেখলেই যুব-সমাজ রসাতলে চলে যাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে, নারীর একটি চুল দেখা গেলে সেটাও সাপ হয়ে দংশন করবে, তাই নারী ঘরে থাকবে এটাই হচ্ছে ওলামা শ্রেণির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত মুসলিম সমাজের নারী ও পুরুষ উভয়ের মন-মগজকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। অথচ এই ধারণাগুলো ইসলামের আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতি ও তাঁর রসুলের সমগ্র জীবনের কর্মপদ্ধতি বা সুন্নতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, ইসলাম নারীদের মেধা, জ্ঞান ও যোগ্যতাকে খাটো করে দেখায় না। কর্মক্ষেত্রে শালীনতা রক্ষার দায় কেবল নারীর একার উপর ইসলাম আরোপ করেনি, এটা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই আবশ্যক। শালীনতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে নারী ও পুরুষ একত্রে যেকোনো কাজে অংশ নিতে পারে। নারী তার যোগ্যতাবলে সমাজের যে কোনো অঙ্গনে পুরুষের চেয়ে বেশি ভূমিকাও রাখতে পারে, যদি তাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়।

কিন্তু বিকৃত ইসলামের নারী সংক্রান্ত ধ্যানধারণা নারীকে এই সুযোগ থেকেই বঞ্চিত করে রেখেছে। তারা সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণের পথে অকারণ প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দিয়েছে, যা প্রকারান্তরে মানবজাতির অগ্রগতিকেই ব্যাহত করছে।

THE MISUSE OF RELIGION IMPEDES WOMEN'S PROGRESS

In the Islamic way of life, Allah has created men and women as partners and companions. He sent both of them into the world to act as His representatives. We witness this implementation throughout the life of Rasulullah (SAW). During the era of true Islam, women actively participated alongside men in various social, economic, collective, and national activities. Rasulullah (SAW) ensured women's inclusion in mosques, discussions, Friday congregations, Eids, festivals, medical services, education, and even on the battlefield.

However, in our contemporary society, a self-interested clerical group has trapped women, constituting half of the nation's population, in a web of false fatwas (regulations) under the guise of Islamic law. This has obstructed the progress of women's intellect and capabilities, rendering them as an incompetent, weak, inferior, static, and male-dominated population. Consequently, their roles have been confined to the confines of their homes.

To perpetuate the suppression of women, this group disseminates misogynistic and derogatory statements in religious gatherings, sermons, newspapers, TV, and radio programs. Widespread false narratives, such as Allah assigning women less merit, religious rules restricting women to their homes, women being blamed for all sins and disasters, or young people being in danger just by looking at them, contribute to the ulama class's decision that women should stay at home, influencing the mindset of both men and women in Muslim society.

However, these ideas stand in stark contrast to the principles of Islam ordained by Allah and the entire life of His Messenger. Islam does not undervalue women's talent, knowledge, and abilities. The responsibility of maintaining modesty in the workplace is obligatory for both men and women. They can participate in any activity together while upholding decency and mutual respect. Women, given the opportunity, can excel and play a significant role in society, surpassing men in various spheres.

Unfortunately, distorted ideas about women's issues propagated in the name of Islam have deprived women of this opportunity. Unnecessary barriers have been erected, impeding women's engagement in various activities and obstructing the advancement of humanity.

> Religion practitioners' view of women Contrary to true Islam

সভা-সমাবেশে নারী। Women in Meetings

কেআইবি

উত্তরা

খেলাধুলায় নারী। Women in Sports

১০ কি.মি. ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ী নারীদের সাথে আন্দোলনের প্রধান উপদেষ্টা

ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী নারীদের সাথে আয়োজকবৃন্দ

ইসলামে নারী অধিকার

ইসলাম নারীকে পরিবারের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গনে কাজ করার অধিকার ও স্বাধীনতা দেয় এবং একে উৎসাহিত করে। ইসলামের এই নীতির বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই বিশ্বনবীর সমগ্র জীবনে। উম্মতে মোহাম্মদীর নারীরা যেমন পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন, সন্তানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করেছেন, মেহমানদারি করেছেন তেমনি তারা প্রয়োজনে উপার্জন করেছেন, ইসলাম প্রচার করেছেন, যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবা করেছেন, জাতীয় অঙ্গনে বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, এমনকি যুদ্ধের ময়দানে দুঃসাহসী ভূমিকাও রেখেছেন। সবচেয়ে বড় যে কাজটি তারা করেছেন তা হল জাতিকে তার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দান করা। এজন্য অনেক নারী সারাটা জীবন পরিজনের সাথে জেহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন।

মক্কার কাফেরদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত নবীকে পরম মমতা ও সান্ত্বনায় আশ্বস্ত করেছেন উম্মুল মুমেনিন খাদিজাতুল কোবরা (রা.)। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ব্যয় বহন করতে গিয়ে আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এই নারী রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

অথচ শত শত বছর থেকে নারীদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে, তাদের বাড়ির বাইরে গিয়ে জীবিকা নির্বাহের বিরুদ্ধে পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞরা ফতোয়া দিয়ে আসছেন। যার ফলে মুসলিম নারীরা যোগ্যতা ও মেধা হারিয়ে পরিণত হয়েছেন পরনির্ভরশীল জড়বস্তুতে।

রসুলাল্লাহর যুগে মসজিদ ছিল সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। মসজিদের দুয়ার ছিল নারী, পুরুষ সকলের জন্য অবারিত। রসুলাল্লাহর সঙ্গে নারীরা একই জামাতে সালাত আদায় করতেন, তাঁর কাছ থেকে দীনের শিক্ষা লাভ করতেন। নারীদের জন্য পৃথক কক্ষ বা কোনো কালো পর্দার আড়াল তৈরি করা হতো না। অথচ বর্তমানে মসজিদে নারীদের প্রবেশাধিকারই নেই।

> "ওহুদের যুদ্ধসহ প্রতিটি যুদ্ধে নারীরা সৈন্যদের রসদ সরবরাহ, আহতদের রণাঙ্গন থেকে তাঁবুতে বহন করে আনা, সেবা-শুশ্রূষা করা, তৃষ্ণার্তদের পানি খাওয়ানো, শহীদদেরকে দাফন করা ইত্যাদি সকল কাজের যোগান দিতেন।"

এভাবে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছিল নারীদের দৃপ্ত পদচারণা। মদিনার বাজার ব্যবস্থাপক ছিলেন একজন নারী- উম্মে শেফা (রা.)। যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার জন্য মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনে স্থাপিত হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন একজন নারী- রুফায়দাহ আসলামিয়া (রা.)। ওহুদের যুদ্ধসহ প্রতিটি যুদ্ধে নারীরা সৈন্যদের রসদ সরবরাহ, আহতদের রণাঙ্গন থেকে তাঁবুতে বহন করে আনা, সেবা-শুশ্রূষা করা, তৃষ্ণার্তদের পানি খাওয়ানো, শহীদদেরকে দাফন করা ইত্যাদি সকল কাজের যোগান দিতেন। বিশেষ সংকট সৃষ্টি হলে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তলোয়ার হাতেও তাদেরকে দুঃসাহসী ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে। কিছুদিন আগেও যারা ছিল পুরুষের দাসী ও ভোগ্যবস্তু, তারাই ইসলাম নামক জাদুকাঠির ছোঁয়ায় পরিণত হল জাতির অপরিহার্য জনশক্তিতে। কোনো অজুহাতে নারীদেরকে পশ্চাৎপদ করে রাখার একটি উদাহরণও রসুলাল্লাহর সমগ্র জীবনে আমরা দেখতে পাই না।

Rights of Women in Islam

Islam bestows rights and freedom upon women, advocating for their participation in diverse aspects of social and national life beyond the family. This principle is evident in the life of the last Messenger of Allah, where women in the Ummah Mohammadi not only fulfilled familial duties but also provided genuine education of Islam to children, extended hospitality, earned a living, propagated Islam, served wounded soldiers, and took on crucial responsibilities in the national arena. Some women even played heroic roles on the battlefield, dedicating their lives to the field of Jihad.

> "Women actively participated in supplying provisions during battles, tending to the wounded, and engaging in various roles."

Ummul Mu'menin Khadijatul Kubra (R.A.) provided unwavering support, utmost mercy, and comfort to the messenger of Allah, who was suffering from physical and mental torture inflicted by the disbelievers of Makkah. While bearing the expenses of the struggle to establish the Deen of Allah, this rich Arab merchant woman eventually became penniless and destitute.

However, for centuries, Islamic scholars have issued fatwas against women pursuing higher education or working outside their homes, using hijab as a pretext. Consequently, Muslim women have lost their abilities, courage and talents, becoming dependent objects.

During the time of Rasulullah, the mosque served as the central hub for all national activities. Its doors were open to both men and women, who prayed together in the same congregation with Rasulullah and gained knowledge about religion directly from him. There were no separate rooms or curtains for women. However, in the present day, women often lack the right to enter mosques.

In every aspect of life during that era, women played a significant role. For instance, Umm Shefa (RA) managed the market in Madinah, and Rufaidah Aslamiya (RA) directed the hospital within the premises of Masjid Nabawi to treat the wounded in war. Women actively participated in supplying provisions during battles, tending to the wounded, and engaging in various roles. They even displayed courage during crises by riding horses and wielding swords. Formerly considered as men's subordinates, under the influence of Islam, women transformed into indispensable contributors to the nation.

Throughout Rasulullah's life, there is no instance where women were left behind. Under the leadership of Honorable Imam Mr. Hossain Mohammad Selim, the women of Hezbut Tawheed showcase their talents, skills, and competence in various movement activities with dignity, side by side with men.

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারী। Women In Cultural Area

উদ্যোক্তা নারী। Entrepreneurial Women

ইসলামে কি নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ?

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আল্লাহ কোর'আনে নারী-পুরুষ উভয়কেই মসজিদে জমায়েত হতে, সালাহ কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে বনী আদম! যখন তোমরা নামাজের জন্য মসজিদে যাও, তখন ভালো পোশাক পরিধান কর (সুরা আরাফ ৩১)। বনী আদম বলতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। রসুলাল্লাহর যুগের মো'মেন নারীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে একই জামাতে কায়েম করতেন। মক্কার মসজিদুল হারামে আজও নারী-পুরুষ একত্রেই সালাহ করছেন, হজ্ব করছেন। ইতিহাস হচ্ছে, পুরুষরা রসুলের ঠিক পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন। আর নারীরা দাঁড়াতেন পেছনের কাতারে। নারী-পুরুষের মাঝখানে কোনো দেয়াল বা পর্দা ছিল না। তারা একত্রে বসেই রসুলাল্লাহর আলোচনা শ্রবণ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

> রসুলাল্লাহর যুগের মো'মেন নারীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে একই জামাতে কায়েম করতেন। রসুলাল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যেন কেউ নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা না দেয়।

বহু পরে, ফিতনা সৃষ্টি হবে এই অজুহাতে ইসলামের অনেক পণ্ডিত নারীদের মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যেন কেউ নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা না দেয়। তাই অনেক মসজিদে নারীদের জন্য নামমাত্র পৃথক ও স্বল্পপরিসর একটি জায়গা রাখা হয়। বহু মসজিদে তাদের প্রবেশাধিকারই দেওয়া হয় না। একেবারে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেওয়া থাকে যে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এভাবে শত শত বছর থেকে নিছক মনগড়া ফতোয়ার বলে নারীদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদে গমনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে মোমেনদেরকে ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেই ফেতনা বা অশান্তি নির্মূলের লড়াই করার পরিবর্তে মুসলিম সমাজের ওলামাগণ নারীদেরকে গৃহবন্দী হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত জারি করে দিয়েছেন।

ঈদের জামাতে নারীরা

Does Islam forbid women from attending the mosque?

জুমায় নারীরা

According to Islam, there is no prohibition for women to attend the mosque. In the Qur'an, Allah commands both men and women to gather in mosques and perform salah, stating, "O Bani Adam! When you go to the mosque for prayer, wear good clothes" (Surah A'raf 31). The term "Bani Adam" encompasses both men and women. During Rasulullah's era, believing women regularly participated in the five daily prayers alongside men in the mosque. Even today, in Masjidul Haram in Makkah, men and women pray together and perform Hajj. Historical records indicate that men used to stand in queues behind the Messenger, with women in the back row, and there was no barrier between them. They would sit together and listen to Rasulullah's discussions. This practice continued during the reign of the Kholafaye Rashedun.

Later, some Islamic scholars discouraged women from attending mosques, fearing the rise of fitna (discord). However, Rasulullah explicitly stated that no one should prevent women from going to the mosque. Despite this, many mosques restrict women's entry and sometimes display signboards indicating their exclusion. For centuries, fabricated laws have deprived women of their right to enter the house of Allah.

In the Holy Qur'an, Allah commands believers to strive for the establishment of a life system given by Allah until fitna is eradicated. Instead of combating unrest, a group of ulama ordered women to remain under house arrest. Hezbut Tawheed encourages women to participate alongside men in all activities, adhering to the true teachings of Islam. In this movement, men and women pray together, engage in discussions, and participate in various activities. Over the past 29 years, thanks to Allah's grace, no unpleasant incidents or "fitnah" have occurred. The Emam of this movement, Mr. Hossain Mohammad Salim, has faced a lot of propaganda and slander to restore women's right to attend the mosque.

মিডিয়ায় নারী। Women in Media

শ্রমজীবী নারী। Working Woman

ইসলামে কি নারীদের মুখ ঢাকা বাধ্যতামূলক?

ইসলামে নারীদের মুখ ঢাকার কোনো বিধান নেই। কোর'আনে পর্দা সংক্রান্ত বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে এবং পর্দার নির্ধারিত সীমারেখার কম বা বেশি পর্দা করা মানে সীমালঙ্ঘন। কেননা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ (সুরা আন নিসা ১৭১, সুরা আল মায়েদা ৭৭)। হেজাব অর্থ আবরণ, বিভাজন, আলাদা, পর্দা। কোর'আনে হেজাব শব্দটি নারীদের পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি। সুরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মো'মেন নারীদেরকে সাধারণত প্রকাশমান অঙ্গসমূহ ছাড়া গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন এবং বক্ষদেশ ওড়না দ্বারা ঢেকে রাখতে বলেন। আয়াতটিতে 'খুমুরিহিন্না' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে খুমুরের মাধ্যমে স্রষ্টা নারীদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 'খুমুরিহিন্না' শব্দটি 'খুমার' শব্দ থেকে এসেছে, (বহুবচন খিমার) যার অর্থ শার্ট, শাল, ব্লাউজ বা যে কোনো আবরণ। খেয়াল করুন, এই আয়াতে মুখ বা চুল নয় বরং বুক ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে।

সুরা আহযাবের ৫৯ নম্বর আয়াতে রসুলকে (সা.) বলা হয়েছে তিনি যেন তার স্ত্রী ও কন্যা এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বলেন, তারা যেন তাদের 'জালাবিবের' কিয়দংশ দিয়ে নিজেদের জুয়ুব (বক্ষদেশ) ঢেকে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। এখানে ব্যবহৃত 'জালাবিব' শব্দটি হল 'জিলবাব' এর বহুবচন যার অর্থ হল শার্ট, চাদর, ওড়না বা আলখেল্লা। জালাবিব শব্দ দ্বারা যদি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা বুঝাত, তবে মহাজ্ঞানী আল্লাহ সেই শব্দ ব্যবহার করতেন। কারণ তিনি কোর'আনের নির্দেশগুলোকে সুস্পষ্ট (মুবিন, মুহকাম) বলেছেন। উল্লিখিত আয়াতে মুখ (ওয়াজহু, উজাহ, কুবাল); মাথা (রা'আস); বা চুল (শা'আর) এর কোনো উল্লেখ নেই। কোর'আনে এমন একটাও আয়াত নেই যেখানে নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার জন্য বলা হয়েছে, বরং উল্লিখিত আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে যে, নারীরা তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে না। শরীরের সর্বাধিক প্রকাশিত অংশ হলো মুখমণ্ডল, যা দ্বারা একজন মানুষকে আলাদাভাবে চেনা যায়। কান ও চোখ সামান্যতম ঢেকে রাখা হলে দেখা ও শোনার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। মুখ আবৃত থাকলে খাওয়া ও পান করাও সম্ভব নয়। এছাড়া মুখমণ্ডলে পর্দার ব্যবহার নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। অনেক মাদকব্যবসায়ী, দেহ ব্যবসায়ী, প্রতারক চক্রসহ বিভিন্ন নারীদেরকে দেখা যায় পর্দা করে সহজে এসব অপকর্ম করে। মানুষের সৃষ্টি করা বিকৃত পর্দাপ্রথা এসব অপরাধগুলোকে সহজ করে দিচ্ছে। কিন্তু দয়াশীল সৃষ্টিকর্তা দীনে কোনো জটিলতা রাখেননি (সুরা আল হাজ্ব ৭৮)।

প্রকৃতপক্ষে, কোর'আনে উল্লিখিত পর্দার আয়াতগুলো দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে পর্দা করা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, তবে ধুলা-বালি, রোগজীবাণু থেকে বাঁচার জন্য বা আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য ঢাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহর রসুলের যুগেও নারীরা তাদের মুখ খোলা রেখে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতেন। নবীজী (সা.) বলেন, 'মেয়েরা বড় হলে চেহারা ও হাত ছাড়া আর কিছু দেখানো উচিত নয় (আবু দাউদ ৪০৯২)। এখনও হজের সময় নারীদের মুখমণ্ডল খোলা রাখা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া যদি নারীর শরীর আপাদমস্তক আবৃত রাখা বাধ্যতামূলকই হতো তবে বিশ্বাসী পুরুষদের দৃষ্টি সংযত ও নত রাখার নির্দেশ (সুরা নূর ৩০) দেওয়ার প্রয়োজনই হতো না।

Is it mandatory for women to cover their faces in Islam?

There is no command for women to cover their faces in Islam. The rules regarding hijab are clearly stated in the Qur'an, and veiling more or less than the prescribed limits is considered transgression. Extravagance in religion is prohibited (Surah An-Nisa 171, Surah Al-Maida 77). Hijab means to cover, divide, separate, and veil. In the Qur'an, the word "hijab" is not used specifically for women's clothing. In verse 31 of Surah Noor, Allah forbids believing women from displaying their secret beauty, except for the usually visible parts, and asks them to cover their bosoms with a veil. The word 'khumurihinna' used in the verse instructs women to cover their bosoms and is derived from 'khumar,' which means shirt, shawl, blouse, or any covering. It's important to note that this verse does not refer to covering the face or hair but specifically mentions the chest.

“Even during the time of the Messenger of Allah, women actively participated in all activities with their faces uncovered. The Prophet (PBUH) emphasized that when girls grow up, they should only show their face and hands (Abu Dawud 4092).”

In verse 59 of Surah Ahzaab, the Messenger of Allah (PBUH) is directed to tell his wives, daughters, and believing women to cover their bosom with their 'Jalabib' for easy recognition, preventing them from being bullied. The word 'Jalabib' used here is the plural of 'Jilbab,' meaning shirt, chadar, veil, or robe. If the term 'Jalabib' meant covering the face, Allah would have used that specific word. The verse doesn't mention covering the face, head, or hair but focuses on the chest.

There is no verse in the Qur'an commanding women to cover their faces; instead, the mentioned verses emphasize that women should not cover their faces. The face is the most exposed part of the body, allowing for recognition, and even slight coverings can interfere with seeing, hearing, eating, and drinking. Allah's commandments regarding clothing are clear, and the distortion of hijab rules facilitates various crimes. The Merciful Creator has not added complications to the Deen (Surah Al Hajj 78).

Covering the face with a veil is a clear violation of Allah's commandment as per the Qur'an, although exceptions exist for protection against dust, sand, germs, or hiding one's identity. Even during the time of the Messenger of Allah, women actively participated in all activities with their faces uncovered. The Prophet (PBUH) emphasized that when girls grow up, they should only show their face and hands (Abu Dawud 4092). Women are still required to uncover their faces during Hajj. Furthermore, if it were obligatory for women to cover their entire bodies including the face, there would be no need to instruct believing men to restrain and lower their gaze (Surah Noor 30).

হেযবুত তওহীদে নারীদের কার্যক্রম

আন্দোলন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুলের (সা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা হেযবুত তওহীদের অন্যতম মূলনীতি। তাই নারীদের ক্ষেত্রেও হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রসুলের অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করে থাকে। সে মোতাবেক হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সকল কার্যক্রমে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। হেযবুত তওহীদের যে কোনো অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সার্থক, সুনিপুণ ও প্রাণবন্ত করে তোলে। আন্দোলনের প্রতিটি উদ্যোগ বা কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের মেধা, জ্ঞান, যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে আন্দোলনের আস্থা অর্জন করেছেন। তারা বই, পত্র-পত্রিকা প্রচারের মাধ্যমে, আলোচনা সভায় বক্তব্য দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়াতে কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে হেযবুত তওহীদের আদর্শ প্রচার করছেন। আন্দোলনের সকল কাজে নারী-পুরুষ উভয়ই সমানভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

GOOGLE-PLAY **ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নারীরা:**

রসুলাল্লাহর যুগের মতো হেযবুত তওহীদের নারীরা মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ কায়েম করেন। এছাড়া ঈদের সালাতে, জুমার সালাতেও নারীরা অংশ নেন। তারা সরাসরি মাননীয় এমামের মুখে ইসলামের আলোচনা শোনেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেন। শুধু তাই নয়, নারীরাই বিভিন্ন আকিদা আলোচনা, ইফতার মাহফিল ইত্যাদি প্রোগ্রাম আয়োজন করছেন, অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন।

GOOGLE-PLAY **ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবেলায় নারীরা:**

রাজধানীর রাজপথে নারীরা

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবেলায় হেযবুত তওহীদের নারীরা যেভাবে সংগ্রাম করছেন তা মুসলিম বিশ্বে নজিরবিহীন। উগ্রবাদবিরোধী বই পুস্তক, পত্রিকা, হ্যান্ডবিল, তথ্যচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা লক্ষাধিক আলোচনা সভা, পথসভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, মিছিল, জনসভা ইত্যাদি আয়োজন করেছেন উগ্রবাদের বিরুদ্ধে। তা করতে গিয়ে নারীরা রাস্তাঘাটে উগ্রবাদীদের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন, কটুক্তির শিকার হয়েছেন, এমনকি হামলার শিকার পর্যন্ত হয়েছেন। কিন্তু সাহস হারাননি। বরং উগ্রবাদীদের হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন আরও তীব্রভাবে।

GOOGLE-PLAY **সংগঠনের প্রচারকার্যে নারীরা:**

হেযবুত তওহীদের প্রচার কার্যক্রমের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছেন নারীরা। পত্রিকার আর্টিকেল লেখা, পুস্তক রচনা, প্রকাশনা বিক্রি, সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট নির্মাণ, অনলাইন প্রচার কার্যক্রম, সভা-সমাবেশে অতিথিদের আমন্ত্রণ, অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধান, আদর্শিক বক্তব্য প্রদান, উপস্থাপনা, ক্যামেরা ধারণ, ইন্টারভিউ গ্রহণ- এক কথায় প্রচারকার্যের

Activities of women in Hezbut Tawheed

Following the footsteps of the Messenger of Allah (PBUH) in every aspect of movement management is one of the principles of Hezbut Tawheed. Consequently, when it comes to women, the organization upholds the principles set by the Messenger of Allah. Women actively participate in all activities within the Hezbut Tawheed movement, contributing to events that become meaningful, well-rounded, and vibrant. Throughout the initiation and execution of various initiatives, women have garnered the trust of the movement, showcasing their talents, knowledge, and skills. They champion the ideals of Hezbut Tawheed through publishing, speaking at discussions, and creating content on social media. Notably, both men and women play equal roles in all movement activities.

GOOGLE-PLAY **Women's Role in Religious Practices:**

ইফতার মাহফিলে নারীরা

Just as in the time of Rasulallah (pbuh), the women of Hezbut Tawheed actively participate in religious activities. They attend the mosque for the five daily prayers and join in the special prayers for Eid and Jummah. They engage in religious discussions led by the honorable Emam, ask questions, and seek answers. They also organize various religious events, including discussions and iftar gatherings.

GOOGLE-PLAY **Women's Fight Against Religious Extremism:**

নোয়াখালী মানববন্ধনে নারীরা

In Bangladesh, the women of Hezbut Tawheed are leading a unique fight against religious extremism, a fight that is unparalleled in the Muslim world. They are working nationwide, risking their lives to combat extremism through

এমন কোনো দিক নেই যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। দক্ষতা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে নারীরা সকল অঙ্গনে ভূমিকা রেখে চলেছেন।

GOOGLE-PLAY **সাংগঠনিক নেতৃত্বে নারীরা:**

আমরা ইতিহাসে পাই, রসুলাল্লাহর যুগে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন রসুলের নারী সাহাবীগণ। তেমনি হেযবুত তওহীদের নারীরাও সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ পান। বর্তমানে হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক, নারী বিষয়ক সম্পাদক, অনলাইন প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য সম্পাদক, রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পাদক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন নারীরা। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কমিটিতেও দক্ষ, যোগ্য, বিচক্ষণ ও নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন নারীরা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এমনকি আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজনে কোনো কোনো জেলায় সভাপতি হিসেবেও নারীরা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

GOOGLE-PLAY **সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীরা:**

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীরা

বর্তমানে একদিকে চলছে পাশ্চাত্যের অশ্লীল অপসংস্কৃতি, আরেকদিকে সংস্কৃতিচর্চাকেই নিষিদ্ধ করতে ধর্মান্ধদের ফতোয়াবাজি- যা সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। এমতাবস্থায় হেযবুত তওহীদ দেশব্যাপী এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে। যার মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন হেযবুত তওহীদের নারীরা। তারা গানের সুরে, কবিতার ছন্দে ও অভিনয়ের ভাষায় সারা দেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির জন্য সংগ্রাম করছেন। তাদের গানে, কবিতায় ও অভিনয়ে ফুটে উঠছে দেশপ্রেম, মানবতা ও ঈমানের জয়গান।

GOOGLE-PLAY **খেলাধুলায় নারীরা:**

হেযবুত তওহীদের নারীরা শালীনতার সঙ্গে বিভিন্ন শরীর গঠনমূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী

various mediums such as books, magazines, handbills, and documentaries. Despite facing insults, ridicule, and even attacks from extremists, they remain undeterred and continue to protest vehemently against these attacks.

GOOGLE-PLAY **Women in Organizational Promotions:**

Women play a significant role in the promotional activities of Hezbut Tawheed. They contribute by writing articles for newspapers, authoring books, selling publications, creating content for social media, and conducting online promotional activities. They also invite guests to meetings and events, maintain discipline at these events, deliver speeches, and conduct interviews.

GOOGLE-PLAY **Women in Organizational Leadership:**

Drawing from historical examples where female companions of Rasulallah held important responsibilities such as managing hospitals and markets, the women of Hezbut Tawheed also have opportunities to lead various organizational responsibilities. Currently, they hold important positions within the organization, such as office editor of the central committee, women's editor, online promotional editor, health editor, political communication editor, and editor of the interfaith harmony department. They also serve as editors in various departments and district-level committees based on their competence, capability, wisdom, and leadership skills.

GOOGLE-PLAY **Women in the Cultural Sphere:**

In the current scenario, where obscene Western culture is prevalent on one hand and cultural discussions are banned by the blind fatwa on the other, creating a societal imbalance, Hezbut Tawheed is leading a cultural revolution across the country. Women of Hezbut Tawheed are at the forefront of this revolution, striving to create a healthy cultural environment across the country through songs, poetry, and

নারী কাবাডি টিম

acting that resonate with patriotism, humanity, and faith.

GOOGLE-PLAY **Women in Sports:**

The women of Hezbut Tawheed participate in various physical sports while maintaining modesty. They organize traditional games of rural Bengal annually and also participate in a marathon race. Hezbut Tawheed has a national standard women's kabaddi team, and tournaments are held for women's

প্রকাশনা বিক্রি

নারীদের বিভিন্ন কার্যক্রম

Various activities of women

পত্রিকা বিক্রি

পিঠা উৎসব

Male and female members participated in a spectacular display under the direction of Hon'ble Imam. Place: Konabari, Gazipur. Date: 22 July 2022.

বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতি বছরই আয়োজন করা হয়। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা।

হেযবুত তওহীদের রয়েছে জাতীয় মানের নারী কাবাডি দল। টুর্নামেন্ট করে নারীদের কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, সাইক্লিং, দৌড় ইত্যাদি খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মরক্ষার জন্য উশু, কারাতে ইত্যাদি খেলাধুলার সঙ্গেও সম্পৃক্ত থাকেন অনেকে।

GOOGLE-PLAY শিল্প কারখানা, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীরা:

হেযবুত তওহীদের শিক্ষিত নারীরা নিজস্ব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের অনেকেই কুড়িয়েছেন সুখ্যাতি। চিকিৎসা-পেশায় নিয়োজিত থাকা নারীদের সংখ্যা কম নয়, আবার কেউবা করছেন শিক্ষকতা। হেযবুত তওহীদের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হওয়া শিল্প-কারখানা ও ফ্যাক্টরিতেও বহু নারী শ্রম দিচ্ছেন। এসবের বাইরে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ছেন অনেকেই। এক কথায় হেযবুত তওহীদের নারীরা নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা খাটিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন।

GOOGLE-PLAY স্বাস্থ্য সেবাদানে নারীরা:

হেযবুত তওহীদের স্বাস্থ্য সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন মহামান্য এমামুযযামানের জ্যেষ্ঠ কন্যা উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী। বাবার প্রতিষ্ঠিত সেলিম'স ক্লিনিকের হাল ধরেছেন শক্ত হাতে। একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সারা দেশে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের কাছে চিকিৎসা-সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া নারী ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের শিশু মনোবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করে চলেছেন। এই টিমেও মুখ্য ভূমিকা রাখছেন নারীরা।

ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ গোষ্ঠী পর্দার বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নারীদের চিন্তা ও কর্মের উপর অবরোধ আরোপ করে যাচ্ছে শত শত বছর থেকে। কিন্তু হেযবুত তওহীদের নারীরা নিজেরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ধারণ করার মাধ্যমে এই ফতোয়াবাজি ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আল্লাহর রসুল (সা.) আইয়্যামে জাহিলিয়াতের অজ্ঞতা, বর্বরতার অতল গহ্বর থেকে আরবের নারীদের বের করে এনে তাদের জাতীয়, সামাজিক, সামষ্টিক, সামরিক সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিলেন। তেমনি হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

এজন্য হেযবুত তওহীদকে গোড়াপন্থী মোল্লা ও ধর্মান্ধ শ্রেণির হুমকি, গালিগালাজ ও অপপ্রচারের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার চর্চা করার দরুন এই আন্দোলনে বিগত ২৯ বছরে নারী সংক্রান্ত একটিও অন্যায়-অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি; ধর্ষণ দূরে থাক, একটি ইভ-টিজিং এর ঘটনাও ঘটেনি। হেযবুত তওহীদ প্রমাণ দিয়েছে যে, নারী ফেতনার কারণ নয়। বরং মো'মেন নারী পুরুষ একে অপরের সহযোগী ও বন্ধু। তাদের সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমেই ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে হেযবুত তওহীদ এগিয়ে যেতে পারছে। বিকৃত পর্দাপ্রথা ও নারী বিদ্বেষী ফতোয়ার বিরুদ্ধে এটাই হেযবুত তওহীদের জবাব।

kabaddi, badminton, cycling, running, etc. Many also engage

কৃষি কাজে নারীরা

in self-defense sports like wushu and karate.

GOOGLE-PLAY Women in Industry, Agriculture, and Business:

Educated women of Hezbut Tawheed have established their business ventures, with many achieving success as entrepreneurs. A significant number of women are employed in the medical profession, and some are educators. Many women work in factories and industries run under the development project of Hezbut Tawheed. In addition, many are building their careers in digital marketing. In essence, the women of Hezbut Tawheed are contributing to the country's economy by enhancing their skills and qualifications.

GOOGLE-PLAY Women in Health Services:

Ummut Tijaan Makhduma Panni, the eldest daughter of the honorable Emamuzzaman and the health secretary of Hezbut Tawheed, has been serving for a long time. She has taken charge of her father's established clinic, Seleem's Clinic, with a strong hand. Along with a team of dedicated doctors and healthcare workers, she is tirelessly working to provide healthcare services to the members of Hezbut Tawheed across the country. Additionally, teams of child psychologists and specialists from Hezbut Tawheed are working nationwide to ensure the health of women and children, with women playing a major role in these teams.

Mullahs and ulama have imposed restrictions on women's thoughts and actions by exaggerating the rules of covering women's bodies (hijab/purda) for hundreds of years. In contrast, the women of Hezbut Tawheed confront these constraints by embracing the true teachings of Islam The Messenger of Allah (PBUH) brought women out of the abyss of ignorance and barbarism in pre-Islamic Arabia and ensured their participation alongside men in all national, social, collective and even military activities.

Similarly, the esteemed Imam of Hezbut Tawheed, Mr. Hossain Mohammad Salim, is persistently working to promote women's rights. As a consequence, Hezbut Tawheed has become a target for threats, verbal abuse, and propaganda from radical mullahs and fanatics. However, due to the adherence to the authentic teachings of Islam by Hezbut Tawheed, there hasn't been a single instance of crimes or humiliating incidents against women within this movement in the past 29 years. There has been no incident of eve-teasing, let alone molestation.

Hizbut Tawheed has demonstrated that women are not the cause of sedition, but rather, believing men and women are partners and friends of each other. It is through

কেন্দ্রীয় নারী সম্পাদক

খাদিজা খাতুন
প্রধান উপদেষ্টা ও দপ্তর সম্পাদক

রুফায়দাহ পন্নী
নারী বিষয়ক সম্পাদক

উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক

সুলতানা রাজিয়া
নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক

সুলতানা রাজিয়া হেলেন
প্রচার (অনলাইন) সম্পাদক

ইলা ইয়াসমিন
রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক

শারমিন সুলতানা চৈতি
আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক

আয়েশা ছিদ্দিকা
যুগ্ম সম্পাদক, নারী বিভাগ, হেযবুত তওহীদ

বিভাগীয় নারী সম্পাদক

তাসলিমা ইসলাম
ঢাকা মহানগরী

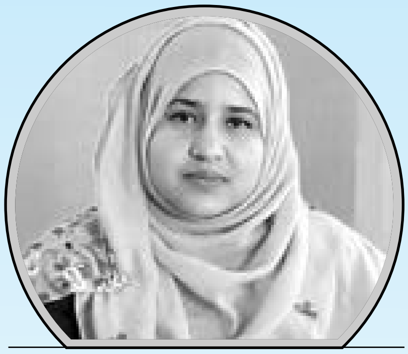

উম্মে হানী ইসলাম
রংপুর

রোজিনা আক্তার
ময়মনসিংহ

পাপিয়া সুলতানা নিরু
খুলনা (১)

জান্নাতুল ফেরদৌস মিম
খুলনা (২)

মাহমুদা আক্তার দিপা
সিলেট

জোবেদা আক্তার বেবি
চট্টগ্রাম

নাঈমা খাতুন
রাজশাহী

পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
লেখক: রাকীব আল হাসান
২১ শে বইমেলার সাড়া জাগানো বই
পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
রাকীব আল হাসান
এই একটি বই হেজাব সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিতে পারে।
এই বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে কোর'আন, হাদিস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের রেফারেন্স।
প্রচলিত পর্দাপ্রথা নিয়ে যত বিতর্ক তার অবসান করে দেবে এই বই।
পর্দা সম্পর্কে কোর'আন কী বলে, হাদিস কী বলে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে।
রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের সমাজে কেমনভাবে পর্দা করা হতো তা তুলে ধরা হয়েছে।
বইটিতে লেখক তুলে ধরেছেন:
কীভাবে মুসলিম নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ছিটকে পড়েছিল?
কীভাবে তাদের মনে কুসংস্কার, অন্ধত্ব বাসা বেঁধেছিল?
নারীদের প্রতিভা বিকাশে রসুলের (সা.) কী ভূমিকা ছিল?
01711-00 50 25
01670-17 46 43
প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
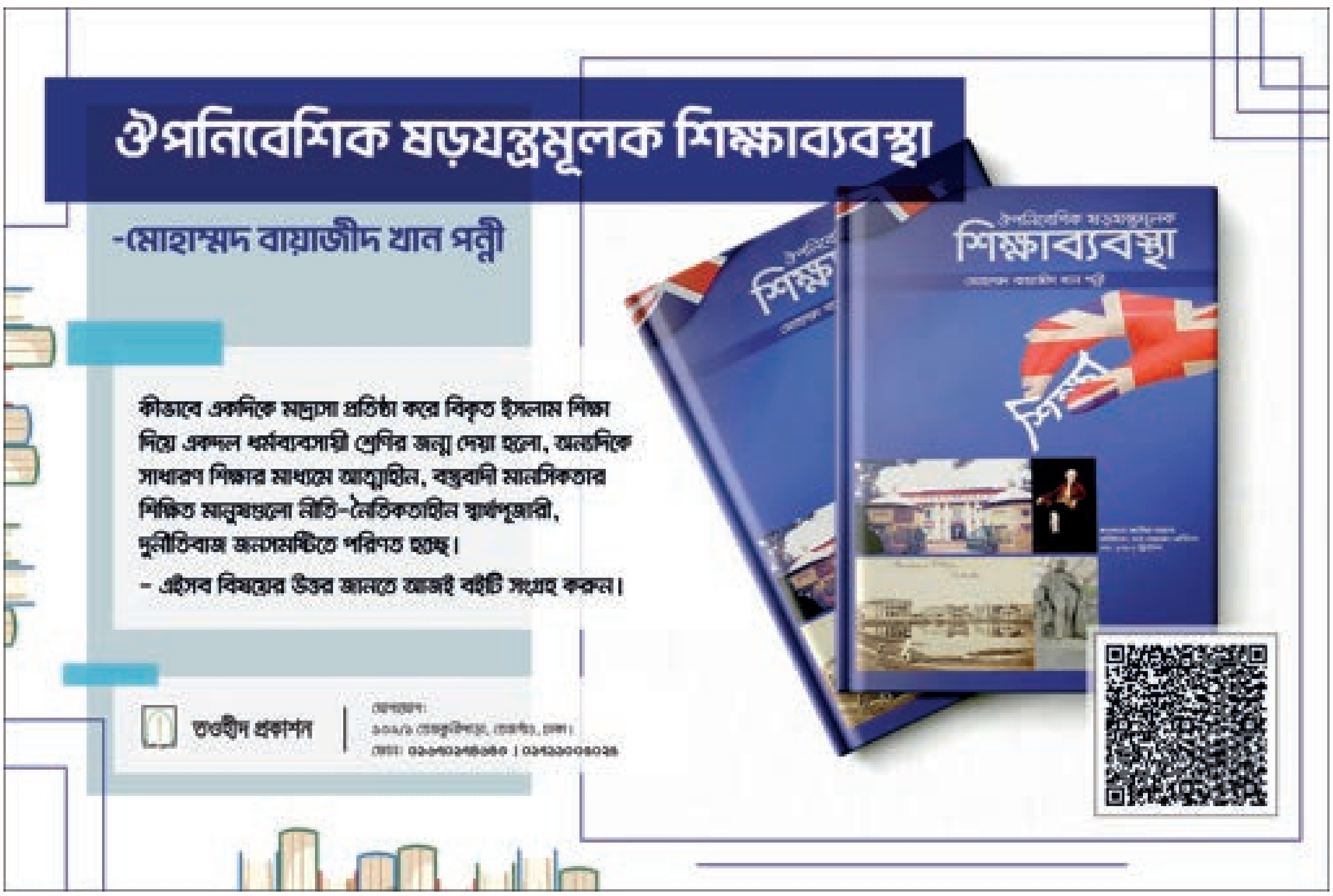
ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
-মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
কীভাবে একদিকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়ে একদল ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির জন্ম দেয়া হলো, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে আত্মাহীন, বস্তুবাদী মানসিকতার শিক্ষিত মানুষগুলো নীতি-নৈতিকতাহীন স্বার্থপূজারী, দুর্নীতিবাজ জনগোষ্ঠিতে পরিণত হচ্ছে।
- এইসব বিষয়ের উত্তর জানতে আজই বইটি সংগ্রহ করুন।
শিক্ষাব্যবস্থা
তওহীদ প্রকাশন

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত